APR 1 1 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ৭

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী জিল্লুর রহমান —সংবাদ

ছাত্রলীগের মহাসমাবেশ

হরতাল প্রতিরোধে পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যথাসময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন দেয়া হবে। ১৩ই জুলাইয়ের একদিন আগেও সরকার পদত্যাগ করবে না।

সরকার পতনের আন্দোলনে বিএনপিসহ ৪ দলের হরতাল ও আন্দোলন কর্মসূচির জবাবে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারিদলের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে আজকের হরতাল ঠেকাতে পাড়ায় পাড়ায় হরতাল প্রতিরোধ ইউনিট গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিরোধী জোটের হরতাল কর্মসূচিকে উপেক্ষা করে সরকারি সহযোগিতায় ঢাকাসহ সারাদেশের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এই সমাবেশে যোগ দেয়। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারির সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জিল্লুর রহমান, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীরবিক্রম), বিএমএ'র মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ ম জাহাঙ্গীর, আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, আহসান উল্লাহ মাস্টার এমপি, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ এমপি, অ্যাডভোকেট কাজী ইকবাল হোসেন, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হারুন উর রশীদ, ছাত্রলীগ নেতা গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু, বলরাম পোদ্দার, কাজী এবাদত হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, সাহাবুদ্দীন ফরাজী, লিয়াকত শিকদার, আনিসুর রহমান, আশরাফুল আজিম রুবন, এ কে এম আজিম, এম সাইফুল্লাহ, মিরাজ হোসেন, দেবাশীষ বিশ্বাস, গোলাম ফারুক স্বপন, গিয়াসউদ্দিন পলাশ।

ছাত্রলীগের এই সমাবেশ বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতাকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তাদের পরিবহনের জন্য বাস, ট্রাক, গাড়িগুলো পল্টন ময়দানের চারপাশে রাখা হয়। এসময় ব্যাপক পুলিশ চারদিকে পাহারা দিতে থাকে।

সমাবেশে জিল্লুর রহমান বলেন, সময়োত্তীর্ণ হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যথাসময়ে যথানিয়মে নির্বাচন দেয়া হবে। তার একদিন আগেও নির্বাচন দেয়া হবে না। তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে খালেদা জিয়া যে ধাপ্পাবাজি শুরু করেছেন তা থেকে প্রমাণ হয় তিনিও জিয়ার মতো পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চান; কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের এ স্বপ্ন কখনও পূরণ করতে দেবে না।

আমির হোসেন আমু বলেন, সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর শেখ হাসিনা যখন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন তখন নির্বাচন হবে তার আগে নয়। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া যতই প্রলাপ বকুন না কেন ১৩ই জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন, সরকারের চার বছর নয় মাসের মধ্যে খালেদা জিয়া রাজাকার-স্বৈরাচারদের সাথে নিয়ে সরকারের পদত্যাগের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বার আলটিমেটাম দিয়েছেন; কিন্তু সফল হতে পারেননি, ভবিষ্যতেও পারবেন না।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করাকে অসাংবিধানিক বলেছেন, আসলে তিনি সংবিধান সম্পর্কে জানেন না, জানলে কোন নির্বাচিত সরকারকে পদত্যাগের কথা বলতেন না, বলতেন ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। পদত্যাগ শব্দটা তার প্রিয় হয়ে গেছে। তিনি বলেন, '৯৬-এ পরাজিত হয়ে

ছাত্রলীগ ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

ছাত্রলীগ ঃ সমাবেশ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

খালেদা জিয়া পাগল হয়ে গেছেন, তাই তিনি একবার বলেন যে মাসে নির্বাচন দিতে হবে, আরেকবার বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ৯০ দিন সময় দিতে হবে। আসলে তিনি নির্বাচন চান না, চান ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে।

হরতালের নিন্দা জানিয়ে তোফায়েল আহমেদ বলেন, খালেদা জিয়া হরতাল পালন করে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান কিন্তু হরতালের কারণে যে রিকশাচালক, ট্রাক ড্রাইভার, মসজিদে পুলিশ নিহত হয় তাদের জন্য দুঃখ করেন না। আসলে তিনি তার স্বামী জিয়ার মতো হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্রে নয়।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, রাজাকার, স্বৈরাচার আর ভোটচোরদের সাথে নিয়ে খালেদা জিয়া গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেশকে পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন দেখছেন; কিন্তু বাংলার মানুষ তার এ স্বপ্নকে কখনও পূরণ হতে দেবে না। সমাবেশ পরিচালনা করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন।

এদিকে সমাবেশে ছাত্রলীগের মাসব্যাপী কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ বুধবারের হরতালসহ সকল হরতাল প্রতিরোধে হরতালবিরোধী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম শুরু করা, ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ উদযাপন, ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস পালন, ১৯শে এপ্রিল থানায় থানায় ও জেলায় জেলায় হরতালের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ, ২৩শে এপ্রিল ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতীম আচার্যের মৃত্যুবার্ষিকী পালন, ২৬শে এপ্রিল কৃষক লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ, ২৮শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের দাবিতে সমাবেশ, ১লা মে মে দিবস পালন, ২রা মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে পল্টন ময়দানে ছাত্র সংবর্ধনা দেয়ার জন্য জেলায় জেলায় ও থানায় থানায় কর্মী সমাবেশ এবং সর্বশেষ কর্মসূচি হিসেবে ১৭ই মে পল্টন ময়দানে বিকেল ৩টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র সংবর্ধনা দেয়া হবে। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারি এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন।